দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...17 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২...

সেশনজটের প্রতিকার চাই

প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানে কতটা পরিশ্রমের বিনিময়ে তুমুল প্রতিযোগিতার পর একটা সিট পাওয়া যায়। কিছুদিন পরেই ভর্তি হওয়ার আনন্দটা ফিকে হয়ে যায়, ঘিরে ধরে হতাশা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। ২০১৩-২০১৪ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর। বিভিন্ন কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে আসে মার্চ মাসে। এখানেই শিক্ষার্থীদের নষ্ট হয় প্রায় ৪ মাস। এপ্রিলে ক্লাস শুরু হলেও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালীন ক্যাম্পাসে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রায় ৩ মাস। ফলে ২০১৩-২০১৪ সেশনের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়েছে প্রায় ১ বছর। এই এক বছর একজন শিক্ষার্থীর জন্য অনেক কিছু হারিয়ে ফেলা। এর দায়ভার কে নেবে? এতে তো আমাদের কোনো দোষ ছিল না। চাকরির ক্ষেত্রে কি আমাদের এই এক বছর কমিয়ে দেওয়া হবে? একজন ভুক্তভোগী হিসেবে অতি দ্রুত এর প্রতিকার চাই। প্রয়োজনে শর্ট সেমিস্টার চালু করা হোক। বর্তমানে ২০১৩-২০১৪ সেশনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও দ্বিতীয় বর্ষে উঠে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে যাতে একাডেমিক কার্যক্রম না বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সেশনজটবিহীন শিক্ষাজীবন আমাদের সবার দাবি।

আফসানা সিদ্দিকী মিমি, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট